

বনের মধ্যে পড়িয়াছিল, কোনো ভীলরমণী দূর হইতে দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া তাহা তুলিয়া লইল—যখন টিপিয়া দেখিল তাহা পাকা কুল নহে, তাহা মুক্তামাত্র তখন দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, প্রয়োজনীয়তা-বিবেচনায় ঝাঁহারা সকল জিনিষের মূল্যনির্ধারণ করেন, শুদ্ধমাত্র সৌন্দর্য্য ও উজ্জলতার বিকাশ ঝাঁহাদিগকে লেশমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কবি বর্ষরনারীর সহিত তাঁহাদের তুলনা দিতেছেন। আমাদের বিবেচনায় কবি ইঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকিলেই ভালো করিতেন—কারণ, ইঁহারা ক্ষমতাশালী লোক, বিশেষত, বিচারের ভার প্রায় ইঁহাদেরই হাতে। ইঁহারা গুরুমহাশয়ের কাজ করেন। ঝাঁহারা সরস্বতীর কাব্যকমলবনে বাস করেন, তাঁহারা তটবর্তী বেত্রবনবাসীদিগকে উদ্বেজিত না করুন, এই আমার প্রার্থনা।

সাহিত্যের যথার্থ বাজে রচনাগুলি কোনো বিশেষ কথা বলিবার স্পর্ধা রাখে না। সংস্কৃতসাহিত্যে মেঘদূত তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত। তাহা ধর্ম্মের কথা নহে, কর্ম্মের কথা নহে, পুরাণ নহে, ইতিহাস নহে। যে অবস্থায় মানুষের চেতন-অচেতনের বিচার লোপ পাইয়া যায়, ইহা সেই অবস্থার প্রলাপ। ইহাকে যদি কেহ বদরীফল মনে করিয়া পেট ভরাইবার আশ্বাসে তুলিয়া লন, তবে তখনি ফেলিয়া দিবেন। ইহাতে প্রয়োজনের কথা কিছুই নাই। ইহা নিটোল মুক্তা, এবং ইহাতে বিরহীর বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তচিহ্ন কিছু লাগিয়াছে, কিন্তু সেটুকু মুছিয়া ফেলিলেও ইহার মূল্য কমিবে না।

ইহার কোনো উদ্দেশ্য নাই বলিয়াই এ কাব্যখানি এমন স্বচ্ছ, এমন উজ্জল। ইহা একটি মায়াতরী ;—কল্পনার হাওয়ায় ইহার সজ্জল মেঘ-নির্ম্মিত পাল ফুলিয়া উঠিয়াছে এবং একটি বিরহীর হৃদয়ের কামনা বহন করিয়া ইহা অব্যাহতবেগে একটি অপরূপ নিরুদ্ধেশের অভিযুখে ছুটিয়া চলিয়াছে—আর-কোনো বোঝা ইহাতে নাই।

টেনিস্‌ন্‌ যে idle tears, যে অকারণ অশ্রুবিন্দুর কথা বলিয়াছেন, মেঘদূত সেই বাজে চোখের জলের বাক্য। এই কথা শুনিয়া অনেকে আমার সঙ্গে তর্ক করিতে উদ্ভূত হইবেন। অনেকে বলিবেন, যক্ষ যখন প্রভুশাপে তাহার প্রেমসীর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তখন মেঘদূতের অশ্রুধারাকে অকারণ বলিতেছেন কেন? আমি তর্ক করিতে চাই না—এ সকল কথাই আমি কোনো উত্তর দিব না। আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, ঐ যে যক্ষের নির্বাসন প্রভৃতি ব্যাপার, ও সমস্তই কালিদাসের বানানো,—বাক্যরচনার ও একটা উপলক্ষ্যমাত্র। ঐ ভাষা ঝাধিয়া তিনি এই ইমারত গড়িয়াছেন—এখন আমরা ঐ ভাষাটা ফেলিয়া দিব। আসল কথা, “রম্যাণি বাক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্” মন অকারণ বিরহে বিকল হইয়া উঠে, কালিদাস অতএব তাহা স্বীকার করিয়াছেন;—আষাঢ়ের প্রথমদিনে অকস্মাৎ ঘনমেঘের ঘটা দেখিলে আমাদের মনে এক সৃষ্টিছাড়া বিরহ জাগিয়া উঠে, মেঘদূত সেই অকারণ বিরহের অমূলক প্রলাপ। তা যদি না হইত, তবে বিরহী মেঘকে ছাড়িয়া বিছাৎকে দূত পাঠাইত। তবে পূর্বমেঘ এত রহিয়া-বসিয়া, এত ঘুরিয়া ফিরিয়া, এত যুথীবন প্রফুল্ল করিয়া, এত জনপদবধুর উৎক্লিপ্ত দৃষ্টির কটাক্ষপাত লুটিয়া লইয়া চলিত না।

কাব্য পড়িবার সময়ও যদি হিসাবের খাতা খুলিয়া রাখিতেই হয়, যদি কী লাভ করিলাম, হাতে হাতে তাহার নিকাশ চুকাইয়া লইতেই হয় তবে স্বীকার করিব মেঘদূত হইতে আমরা একটি তথ্য লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছি। সেটি এই যে, তখনো মানুষ ছিল এবং তখনো আষাঢ়ের প্রথম দিন যথানিয়মে আসিত।

কিন্তু অসহিষ্ণু বরকুচি ঝাহাদের প্রতি অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন তাঁহারা কি এরূপ লাভকে লাভ বলিয়াই গণ্য করিবেন? ইহাতে কি জ্ঞানের বিস্তার, দেশের উন্নতি, চরিত্রের সংশোধন ঘটিবে? অতএব